৬

রাজস্ব খাত

এই ইউনিটটি মোট চারটি পাঠের সমন্বয়ে গঠিত। এই পাঠগুলোর মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত যোগসূত্র বিদ্যমান। প্রথমে "রাজস্ব খাত"-এর অর্থনৈতিক বিশ্লেষনের জন্য যেসব ন্যূনতম প্রত্যয়গুলো জানা দরকার, বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সংজ্ঞা ও রূপভেদ বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর "রাজস্ব খাতের" প্রধান বিষয় "সরকারের বাজেট"-এর দুই প্রধান দিক আয় ও ব্যয় সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এরপরে পুনরায় সামগ্রিক বাজেটের দুর্বল দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠটি হচ্ছেঃ

□পাঠ-১. রাজস্ব খাতঃ মৌলিক প্রত্যয় সমূহ

□পাঠ-২. সরকারী ব্যয় : গতি-প্রবনতা

□পাঠ-৩. সরকারী আয় : গতি-প্রবনতা

□পাঠ-৪. সরকারের বাজেট : উদ্বেগজনক সাম্প্রতিক প্রবণতা সমূহ

পাঠ-৬.১ ঃ রাজস্ব খাতঃ মৌলিক প্রত্যয়সমূহ

এই পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন-

- বাংলাদেশ সরকারের বাজেটে যে সব প্রত্যয় ব্যবহার করা হয় তার সংজ্ঞা ও পার্থক্যগুলো?
- রাজস্ব আয় ও রাজস্ব ব্যয়ের পার্থক্য কি, রাজস্ব উদ্বৃত্ত কি এবং কি কাজে তা সচরাচর ব্যবহৃত হয়;
- বৈদেশিক সাহায্য সরকারের বাজেটে কি ভূমিকা রাখে এবং বাজেটকে কখন প্রকৃত অর্থে উদ্বৃত্ত বাজেট বলা যায়;
- বাজেটে প্রদত্ত অংকগুলোর ত্রিবিধ রূপ : প্রস্তাবিত, সংশোধিত ও প্রকৃত রূপ।

রাজস্ব খাত ঃ বিষয়বস্তু

রাজস্ব খাত -এর অধীনে প্রধানতঃ আলোচ্য বিষয়গুলো হচ্ছে সরকারের আয়, আয়ের উৎস অনুযায়ী বিন্যাস, সরকারী ব্যয়, ব্যয়ের উৎস অনুযায়ী বিন্যাস, সরকারের বাজেট এবং এর চরিত্র, বাজেট ঘাটতি, ঘাটতি পুরনের পদ্ধতি সমূহ, অর্থনীতিতে সরকারী বাজেট নীতির প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি। এই বিষয়গুলো সম্যক অনুধাবনের জন্য নিম্নোক্ত "প্রত্যয়" সমূহ সম্পর্কে ধারনা অর্জন করা দরকার।

১. রাজস্ব আয় ও রাজস্ব ব্যয়।
২. রাজস্ব উদ্বৃক্ত ও উন্নয়ন বাজেট।
৩. উদ্বৃত্ত বাজেট বনাম ঘাটতি বাজেট।
৪. বাজেট পরিমাপের ত্রিবিধ রূপঃ প্রস্তাবিত পরিমাপ, সংশোধিত এবং প্রকৃত পরিমাপ। এই বিষয়গুলো পর্যায়ক্রমে আলোচিত হল।

রাজস্ব আয় ও রাজস্ব ব্যয়

যে কোন সরকারকে চালু রাখতে হলে তার সমগ্র রাষ্ট্র যন্ত্রকে তথ্য পুলিশ, সামরিক বাহিনী আমলাতন্ত্র, সরকারী স্কুল কলেজ, জেলখানা, আইন-আদালত, রাস্তা-ঘাট, সরকারী দালান কোঠা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের সচল রাখতে হয়। এজন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত এসব প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিদের পেছনে নিয়মিত ভাবে সরকারের একটি বাৎসরিক খরচ আছে। এই খরচকে সরকারের চলতি খরচ বা রাজস্ব ব্যয় বলে। বস্তুত সরকারের আয়কে রাজস্ব বলা হয়। আর এই আয় আদায়ের জন্য কর প্রশাসনসহ সরকারের সকল প্রকার উল্লিখিত প্রশাসনিক ব্যয়কে রাজস্ব আদায়ের নিমিত্তে ব্যয় হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তাই ঐ ধরনের চলতি সরকারী ব্যয়কে রাজস্ব ব্যয় বলে অবিহিত করা যায়।

রাজস্ব আয় ও রাজস্ব ব্যয় দুইয়ের সমন্বয়ে যে বাজেট পত্র তৈরী হয় তাকে রাজস্ব বাজেট বা কখনো কখনো অ-উন্নয়নমূলক বাজেট বা "চলতি ব্যয়ের বাজেট" নামে অভিহিত করা হয়।

স্বাভাবিক ভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে সরকার এই রাজস্ব ব্যয় সম্পন্ন করার জন্য প্রতিবছর দেশবাসীর কাছ থেকে যে কর, ফীস, সরকারী সেবা বিক্রয়লব্ধ নীট আয় আপন কোষাগারে জমা করেন তাকেই সমষ্টিগতভাবে রাজস্ব আয় বলা হয়। বস্তুতঃ রাজস্ব আয় দ্বারাই রাজস্ব ব্যয় মেটানো হয়। রাজস্ব আয় ও রাজস্ব ব্যয় দুইয়ের সমন্বয়ে যে বাজেট পত্র তৈরী হয় তাকে রাজস্ব বাজেট বা কখনো কখনো অ-উন্নয়নমূলক বাজেট বা "চলতি ব্যয়ের বাজেট" নামে অভিহিত করা হয়।

রাজস্ব উদ্বৃত্ত ও উন্নয়ন বাজেট

যদি রাজস্ব ব্যয় রাজস্ব আয়ের তুলনায় কম হয় তাহলে ইতিবাচক রাজস্ব উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয়।

যেমন ধরুন সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রের পিছনে চলতি ব্যয় ২০১৮ সালে প্রস্তাবিত হয়েছিল ২,৫১,৬৬৮ কোটি টাকা। সুতরাং প্রস্তাবিত বা পরিকল্পিত রাজস্ব উদ্বৃত্ত ছিল ইতিবাচক এবং তার পরিমান ছিল ৮৭,৬১২ কোটি টাকা। [৬.১ নং সারণী দ্র.]

সারণী ৬.১ ঃ প্রজ্ঞাপন: নবম (Statement ix) বাৎসরিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য সম্পদ বরাদ্দ

বর্ণনা	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত ২০১৮-১৯	বাজেট ২০১৮-১৯
১. রাজস্ব বোর্ডের কর আদায়	৩,২৫,৬০০	২,৮০,০০০	২,৯৬,২০১
২. রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর আদায়	১৪,৫০০	৯,৬০০	৯,৭২৭
৩. কর বহির্ভূত আদায়	৩৭,৭১০	২৭,০১৩	৩৩,৩৫২
৪. মোট রাজস্ব আদায়	৩,৭৭,৮১০	৩,১৬,৬১৩	৩,৩৯,২৮০
অ-উন্নয়নমূলক রাজস্ব ব্যয়	২,৭৭,৯৩৪	২,৪৭,৭৪৭	২,৫১,৬৬৮
নীট রাজস্ব উদ্বৃত্ত:	৯৯,৮৭৬	৬৮,৮৬৬	৮৭,৬১২
৫. উন্নয়ন ব্যয়	২,১১,৬৮৩	১,৭৩,৪৪৯	১,৭৯,৬৬৯
যার মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী	২,০২,৭২১	১,৬৭,০০০	১,৭৩,০০০
৬. অন্যান্য ব্যয়	৩৩,৫৭৩	২১,৩৪৫	৩৩,২৩৬
৭. মোট ব্যয়	৫,২৩,১৯০	৪,৪২,৫৪১	৪,৬৪,৫৭৩
৮. ঘাটতি বাজেট অর্থায়ন	১,৪৫,৩৮০	১,২৫,৯২৯	১,২৫,২৯৩
৯. অভ্যন্তরীণ উৎস	৭৭,৩৬৩	৭৮,৭৪৫	৭১,২২৬
এর মধ্যে ব্যাংক থেকে ধার	৪৭,৩৬৪	৩০,৮৯৫	৪২,০২৯
১০. বাহ্যিক উৎস	৬৮,০১৬	৪৭,১৮৪	৫৪,০৬৭

উৎস: বাজেটঃ ২০১৯-২০২০ সাল।

রাজস্ব উদ্বৃত্ত কি কাজে লাগে? সাধারনত: তা সরকারী উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ব্যয় হয়। প্রতিবছর সরকার শুধু ইতোমধ্যেই বিদ্যমান প্রতিষ্ঠান ও কর্মরত ব্যক্তিদের পেছনে রাজস্ব ব্যয় করেই ক্ষান্ত হন না। উপরন্ত নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান ও নতুন কর্মসুযোগ সৃষ্টির জন্যও সরকার ব্যয় করেন। বিষয়টি অনেকটা "অবচয়ন ব্যয়" এবং "নতুন পুঁজি বিনিয়োগের" সঙ্গে তুলনীয়। সরকার নিজের "অবচয়ন" (Depreciation) পূরনের জন্য যে ব্যয় করেছেন, তা করার পরেও যদি তার কাছে কোন উদ্বৃত্ত থাকে তাহলে সেই উদ্বৃত্তকে ব্যয়, পুঁজি বিনিয়োগ ইত্যাদি। উন্নয়ন ব্যয়ের সবটাই যে রাজস্ব উদ্বৃত্ত থেকে আসতে হবে তা সঠিক নয়। উন্নয়ন ব্যয়ের একটি বড় অংশই আসে দাতাদের বৈদেশিক সাহায্য (অনুদান+ঋণ) থেকে। এছাড়া সরকারের রাজস্ব উদ্বৃত্তের থেকে খাদ্য বাজেটের ব্যয় বিয়োগ করে এবং অভ্যন্তরীন অন্যান্য উৎস থেকে সংগৃহীত অন্যান্য পুঁজি সঞ্চয়গুলো যোগ করে সরকারের হাতে উন্নয়নের জন্য প্রাপ্ত মোট অভ্যন্তরীন সম্পদের মাত্রা নির্ধারিত হয়। এর সঙ্গে বিদেশী সাহায্য যুক্ত হয়ে আমাদের মোট উন্নয়নমূলক ব্যয়কেই বলা হয় উন্নয়ন ব্যয়। ৬.১ নং সারণীর হিসাবগুলো থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে। ২০১৮-১৯ সালে আমরা আগেই দেখেছিলাম যে, প্রস্তাবিত রাজস্ব উদ্বৃত্ত ছিল ৮৭,৬১২ কোটি টাকা। এর সঙ্গে অভ্যন্তরীণ অন্যান্য পুঁজি, সঞ্চয় যোগ করে ও খাতে অ-উন্নয়ন মূলক ব্যয় বিয়োগ করে উন্নয়নের জন্য প্রাপ্ত মোট অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ আরেকটু বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১,৫৮,৮৩৮ কোটি টাকা। এই অভ্যন্তরীন উন্নয়ন সম্পদের সঙ্গে বৈদেশিক সাহায্যের কিছু পরিমাণ যোগ করে ২০১৮-১৯ সালের জন্য প্রস্তাবিত

উন্নয়ন ব্যয়ের একটি বড় অংশই আসে দাতাদের বৈদেশিক সাহায্য (অনুদান+ঋণ) থেকে।

'উন্নয়ন ব্যয়' দাঁড়িয়েছে ১,৭৯,৬৬৯ কোটি টাকা। লক্ষ্যণীয় যে, ২০১৮-১৯ সালে সরকার ব্যাংক উৎস থেকে ধার নিয়েছে ৪২,০২৯ কোটি টাকা। [সারণী ৬.১ দ্র.]।

অভ্যন্তরীন উন্নয়ন সম্পদের সঙ্গে বৈদেশিক সাহায্য ৭৬৬৭ কোটি টাকা যোগ করে ১৯৯৯-২০০০ সালের জন্য প্রস্তাবিত "উন্নয়ন ব্যয়" বা "পুঁজি খাতে ব্যয়" বা উন্নয়ন বাজেটের আয়তন" দাঁড়িয়েছে ১৫৫০০ কোটি টাকা।

উদ্বৃত্ত বাজেট বনাম ঘাটতি বাজেট

পূর্বের আলোচনা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, উদ্বৃত্ত ও ঘাটতির" প্রত্যয়টি বাজেটের সামিগ্রকতা এবং আংশিকক্ষেত্রে একরকম নাও হতে পারে। যদি রাজস্ব উদ্বৃত্ত ইতিবাচক হয় তাহলে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে "রাজস্ব বাজেট" হচ্ছে উদ্বৃত্ত বাজেট। কিন্তু এতে তেমন আনন্দিত হওয়ার কোন কারণ নেই। এতে শুধু এটাই প্রমানিত হয় যে সরকার নামক যন্ত্রটি নিজের খরচ নিজেই মেটাতে সক্ষম এবং তারপরও তার হাতে কিছুটা উদ্বৃত্ত থাকে। তবে যে সরকার যত দক্ষ হবে সচরাচর ধরে নেয়া হয়। তার রাজস্ব উদ্বৃত্ত তত বেশী হবে।

কিন্তু রাজস্ব বাজেটের উদ্বৃত্ত আমাদের দেশে উন্নয়ন ব্যয়ের সবটা পূরন করতে সক্ষম হয় না। কারণ আমাদের অভ্যন্তরীন উৎস থেকে সংগৃহিত মোট সম্পদ (রাজস্ব উদ্বৃত্ত+অন্যান্য নীট আভ্যন্তরীন সম্পদ) বিনিয়োগ করে আমাদের অর্থনীতিতে বার্ষিক ২-৩ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি সংস্থান করা সম্ভব নয়। তাই পুঁজি ব্যয় বা বিনিয়োগ ব্যয়ের ঘাটতি পূরনের জন্য আমরা বিদেশী সাহায্যের মুখাপেক্ষি হই।

যতদিন আমরা বৈদেশিক সাহায্য ছাড়া এবং সরকার কর্তৃক ঋণ গ্রহণ ছাড়া আমাদের বাজেটের পূর্ণ ব্যয় নিজেরা নির্বাহ করতে না পারছি ততদিন আমাদের বাজেটের সামগ্রিক চরিত্র "ঘাটতি" হিসাবেই থেকে যাবে।

সুতরাং সামগ্রিক বিচারে যতদিন আমরা বৈদেশিক সাহায্য ছাড়া এবং সরকার কর্তৃক ঋণ গ্রহণ ছাড়া আমাদের বাজেটের পূর্ণ ব্যয় নিজেরা নির্বাহ করতে না পারছি ততদিন আমাদের বাজেটের সামগ্রিক চরিত্র "ঘাটতি" হিসাবেই থেকে যাবে। যদিও বাজেট দুই ভাগে ভাগ করে দেখানো সম্ভব যে "রাজস্ব বাজেটে" উদ্বৃত্তের অধিকারী এবং "উন্নয়ন বাজেটেও" কোন ঘাটতি নেই বা এমনকি সামগ্রিক বাজেটেও কখনো কখনো উদ্বৃত্ত দেখানো সম্ভব যদি বিদেশী সাহায্যের মাত্রা প্রয়োজনীয় উন্নয়ন ব্যয়ের চেয়েও বেশি থাকে। কিন্তু নিশ্চয়ই এতক্ষনে এসব বক্তব্যের সংজ্ঞায়িত মারপ্যাঁচটি আপনারা সহজেই অনুধাবনে সক্ষম হয়েছেন। বিদেশী সাহায্য নির্ভর উদ্বৃত্ত বাজেট এবং প্রকৃত স্বনির্ভর উদ্বৃত্ত বাজেট কখনোই এক জিনিস নয়।

বাজেট পরিমাপের ত্রিবিধ রূপ

বাজেট প্রজ্ঞাপনে (Budget Statement) যেসব অংক বা হিসাব দেয়া হয় তা সতর্কভাবে পর্যবেক্ষন করা উচিত। ক্ষেত্র বিশেষে একই পরিমাপ তিন রকম হতে পারে। যেমন জুন মাসে যখন প্রথম সরকার তার বাজেট অংকগুলো পেশ করেন তখন সেখানে তিন রকম পরিমাপ থাকে।
ক. প্রস্তাবিত পরিমাপ। খ. সংশোধিত পরিমাপ। গ. প্রকৃত পরিমাপ

বাংলাদেমে "অর্থনৈতিক চলকগুলো" পরিমাপে একটি সময় ব্যবধান দরকার হয়। যেমন ধরুন ২০১৮-১৯ সালের বাজেটে রাজস্ব আয়, ব্যয় উন্নয়ন ব্যয়, রাজস্ব উদ্বৃত্ত ইত্যাদির যতকিছু পরিমাপ দেয়া হয়, সেগুলো আসলে নিছক প্রস্তাবিত বা অনুমতি পরিমাপ (Estimated)। এর অর্থ হচ্ছে সরকার ২০১৮ সালের জুন মাসে প্রদত্ত বাজেট বক্তৃতায় ২০১৮ জুন থেকে ২০১৯ জুন পর্যন্ত তার পরিকল্পিত আয় ব্যয়ের একটি প্রস্তাব পেশ করেছেন। এটাকেই বলা হয় চলতি বাজেট। অর্থাৎ চলতি বাজেটের সকল পরিমাপই নিছক প্রস্তাবিত (Estimated) পরিমাপ। অর্থাৎ উদাহরন হিসাবে বলা যায় ২০১৮ সালের জুন মাসে ছাপানো বাজেটে সরকার প্রস্তাব করেছিলেন যে রাজস্ব উদ্বৃত্ত ২০১৮-২০১৯ সালে হবে ৮৭,৬১২ কোটি টাকা। এটি ২০১৯ সালের জনু মাসে)অর্থাৎ পরবর্তি বছরের বাজেটে) ঘোষিত বাজেটে ধারাবাহিকতা রক্ষার স্বার্থে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার যেহেতু ২০১৯ সালের জুন মাসে সরকার একটি নতুন চলতি বাজেট ঘোষনা করেছেন। সেহেতু সেখানে

পাশাপাশি ৬.১ নং সারনীর চলতি রাজস্ব উদ্বৃত্তের (অর্থাৎ ২০১৯-২০ সালের জন্য) প্রস্তাবও তুলে ধরা হয়েছে এবং সেটি হচ্ছে ৪৫৬৫ কোটি টাকা।

লক্ষ্য করবেন ২০১৮-১৯ সালের রাজস্ব উদ্বৃত্তের আরেকটি হিসাব ৬.১ নং সারণীর চতুর্থ সারিতে দেয়া হয়েছে যা ঐ বছরের প্রস্তাবিত রাজস্ব উদ্বৃত্ত ৮৭৬১২ কোটি টাকার চেয়ে প্রায় ৭৮ শতাংশ কম। এই ৭৮ শতাংশ কম পরিমাপটি অবশ্যই সংশোধিত পরিমাপ। বস্তুত ২০০০ সালের জুন মাসে চলতি বাজেটে ঘোষনার সময় সরকারের হাতে ১৯৯৯ জুন থেকে ২০০০ সালের এপ্রিল পর্যন্ত আয়-ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য জমা হয়ে গেছে। এই ৯ মাসের হিসাবের ভিত্তিতে যে নতুন রাজস্ব উদ্বৃত্তের হিসাব হয় তাকে বলা হয় "সংশোধিত পরিমাপ"। অর্থাৎ ৯ মাসের প্রকৃত আয়-ব্যয়ের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত পরিমাপটি সংশোধিত করা হয়েছে। লক্ষ্যণীয় যে ২০১৯ সালের চলতি বাজেটে আমরা ২০১৯ সালের প্রস্তাবিত পরিমাপ পাবো। কিন্তু সংশোধিত পরিমাপ পাবো ২০১৮-১৯ সালের পরিমাপের। ২০১৯ সালের প্রস্তাবিত পরিমাপের সংশোধিত পরিমানটি আবার পাওয়া যাবে ২০২০ সালের বাজেটে।

২০০০ সালের চলতি বাজেটে আমরা ২০০০ সালের প্রস্তাবিত পরিমাপ পাবে। কিন্তু সংশোধিত পরিমাপ পাবো। ১৯৯৯-২০০০ সালের পরিমাপের। ২০০০ সালের প্রস্তাবিত

মনে রাখা প্রয়োজন যে সংশোধিত পরিমাপ আর প্রকৃত পরিমাপ এক নয়। আরো ৩ মাস চলে গেলে অর্থাৎ ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর নাগাদ সরকারের পক্ষে ২০১৮ জুন থেকে ২০১৯ জুলাই পর্যন্ত ১২ মাসের প্রকৃত আয়-ব্যয়ের হিসাব করা হয়। তখনই সরকার জানতে পারেন প্রকৃত (Actual) পরিমাপ সম্ভব এবং সবগুলো একই সময়ে প্রাপ্তব্য (Available) নয়। "রাজস্ব উদ্বৃত্ত" প্রচুর আছে এই বলে উচ্ছ্বাসিত হওয়ার আগে তাই বিবেচনা করা দরকার যে ঐ বৃহৎ অংকটি "প্রস্তাবিত অংক" না "সংশোধিত অংক" না কি "প্রকৃত অংক"।

সারসংক্ষেপ

সরকারী আয় ব্যয় নিয়ে অর্থনীতিতে যে খাতটি গঠিত তাকে "সরকারী অর্থ-ব্যবস্থা" বা "রাজস্ব খাত" (Fical Sector) বলা হয়ে থাকে। সরকার কর ও কর বর্হিভূত বিভিন্ন পন্থায় যে আয় করেন তাকে রাজস্ব আয় বলা হয়। রাজস্ব আদায়ের জন্য রাষ্ট্রতন্ত্রের ভরণপোষন বাবদ যে চলতি ব্যয় তাকে রাজস্ব ব্যয় বলা হয়। রাজস্ব আয় ও রাজস্ব ব্যয়ের পার্থক্যকে রাজস্ব উদ্বৃত্ত বলা হয়। নীট রাজস্ব উদ্বৃত্ত ইতিবাচক হলে তা উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দ হিসেবে স্থানান্তরিত হয়। এর সঙ্গে বৈদেশিক সহায্য এবং অভ্যন্তরীন উৎস থেকে সংগৃহীত সামান্য অন্যান্য সম্পদ যোগ করে মোট উন্নয়ন বাজেটের আকার বা মোট উন্নয়ন ব্যয় নির্ধারিত হয়। বাজেটে সাধারণত: তিন রকম পৃথক পৃথক পরিমাপ ব্যবহৃত হয়: প্রস্তাবিত পরিমাপ, ৯ মাসের হিসাবের ভিত্তিতে প্রণীত সংশোধিত পরিমাপ এবং ১২ মাসের হিসাবের ভিত্তিতে প্রনীত প্রকৃত পরিমাপ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন।

১. "রাজস্ব খাত" বলতে বোঝায়-
   ক. সরকারের আয়ের হিসাব;
   খ. সরকারের ব্যয়ের হিসাব;
   গ. সরকারী আয় ব্যয়ের হিসাব।

২. রাজস্ব আয় বলতে বোঝায়-
   ক. সরকারের সকল প্রকার আয়ের সমষ্টি;
   খ. সরকারের স্বায়ত্তশাষিত প্রতিষ্ঠানের আয়;
   গ. সরকারের কর আয়।

৩. রাজস্ব ব্যয় বলতে বোঝায়-
   ক. সরকারের অ-উন্নয়নমূলক ব্যয়;
   খ. সরকারের উন্নয়নমূলক ব্যয়;
   গ. সরকারের সকল প্রকার ব্যয়।

৪. রাজস্ব উদ্বৃত্ত-
   ক. সবসময় ইতিবাচক হয়;
   খ. সবসময় নেতিবাচক হয়;
   গ. কখনো ইতিবাচক, কখনো নেতিবাচক হতে পারে।

৫. ১৯৯৯-২০০০ সালের উন্নয়ন বাজেটে বৈদেশিক সাহায্যের অংশ ছিল-
   ক. প্রায় দুই তৃতীয়াংশ;
   খ. প্রায় এক তৃতীয়াংশ;
   গ. প্রায় অর্ধেক;

৬. ১৯৯৯-২০০০ সালের উন্নয়ন বাজেটে সংশোধিত রাজস্ব আয় ছিল প্রস্তাবিত রাজস্ব আয়ের-
   ক. কম; খ. বেশি; গ. সমান।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন-ক. উন্নয়নমূলক ব্যয়;
   খ. রাজস্ব উদ্বৃত্ত;
   গ. রাজস্ব ব্যয়।

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. "বাংলাদেশে উদ্বৃত্ত বাজেটে বা ঘাটতি বাজেটে নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সংজ্ঞার মারপ্যাঁচই মুখ্য বিষয়" ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ-৬.২ ঃ সরকারী ব্যয়ঃ গতি প্রবনতা

এই পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন-

- বাংলাদেশ সরকারের আয়তন ১৯৮০ সালের পর বেড়েছে না কমেছে
- সরকারী ব্যয়ের ক্ষেত্রে উন্নয়ন ব্যয়ের প্রবনতা বেশি ছিল না কি রাজস্ব ব্যয়ের ব্যবনতা বেশি ছিল
- সরকারী উন্নয়ন ব্যয়ের বিন্যাস কি ছিল এবং কি ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে
- সরকারী রাজস্ব ব্যয়ের বিন্যাস কি ছিল এবং কোন দিকে তা পরিবর্তিত হয়েছে।

সরকারের আকার

সাধারনতঃ একটি দেশের সরকারের অনেক বড় না ছোট তা তুলনামূলকভাবে বোঝার জন্য আমরা জি.ডি.পি তে সরকারের ব্যয়ের অংশটি নির্ণয় করে থাকি। কোন দেশেই এই সূচক ১০০ হয় না এবং কোন দেশেই তা শূন্য হয় না। অর্থাৎ সব দেশের অর্থনীতিতে সরকারী ব্যয় ও বেসরকারী ব্যয় উভয় প্রকার ব্যয় বিদ্যমান। ৬.২ নং সারণীতে সরকারী ব্যয়ের অংশের ক্রমবর্ধমান প্রবনতাটি তুলে ধরা হলো।

সারণীতে প্রদত্ত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৮০ সালের শুরুতে সরকারী ব্যয়ের আপেক্ষিক মাত্রা ছিল জি.ডি.পি-র ১৫ শতাংশ। ১৯৯৭ সাল নাগাদ তা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৭.২০ শতাংশ। অন্যান্য তুলনীয় উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় মাত্রাটি খুব বেশি আলাদা নয়। তবে যেটা লক্ষ্যণীয় যে "সরকারের আয়তন ছোট করার" জন্য ৮০ ও ৯০ দশকে দাতা ও নীতি-প্রনেতারা যথেষ্ট শোরগোল করলেও কার্যতঃ তা কিন্তু করা সম্ভব হয় নি।

সরকারের ব্যয় বিন্যাসঃ ১৯৯৫-৯৯

সারণী ৬.২ ঃ সরকারের আকারঃ ক্রমবর্ধমান প্রবনতা (শতকরা)

কালপর্ব	জি.ডি.পিতে সরকারী ব্যয়ের অংশ
১৯৮০/৮১ - ১৯৮৪/৮৫	১৫.২৮
১৯৮৫/৮৬ - ১৯৮৯/৯০	১৫.৭৪
১৯৯০/৯১ - ১৯৯৪/৯৫	১৬.৭৪
১৯৯৫-৯৬	১৬.৮০
১৯৯৬-৯৭	১৭.২০

উৎসঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাজেট হিসাব থেকে নির্নীত, দেখুন সি.পি.ডি (১৯৯৭)।

আরো সাম্প্রতিক যে তথ্যাবলী রয়েছে তা ৬.৩ নং সারণীতে তুলে ধরা হলো। সারণীতে প্রদত্ত তথ্য উদ্বেগজনক। কারণ দেখা যাচ্ছে জি.ডি.পি-র শতাংশ হিসাবে প্রকাশিত উন্নয়ন ব্যয় ১৯৯৫/৯৬ - ৯৯ এই চার বছরে ৬ শতাংশ থেকে ৫.৭ শতাংশ নেমে এসেছে, পক্ষান্তরে ঐ একই সময়ে অ-উন্নয়নমূলক ব্যয় বা রাজস্ব ব্যয় ৫.৯ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭.৬ শতাংশে পরিনত হয়েছে। অর্থাৎ সাম্প্রতিক কালে রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধির হার, জি.ডি.পি বৃদ্ধির হারের তুলনায় বেশি হয়েছে। অথচ উন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধির হার জি.ডি.পি-র বৃদ্ধির হারের তুলনায় কম হয়েছে। অর্থাৎ উন্নয়নমূলক ব্যয় বৃদ্ধির হার, অ-উন্নয়নমূলক ব্যয় বৃদ্ধির হারের তুলনায় এই সময় কম ছিল।

জি.ডি.পি-র শতাংশ হিসাবে প্রকাশিত উন্নয়ন ব্যয় ১৯৯৫/৯৬ -৯৯ এই চার বছরে ৬ শতাংশ থেকে ৫.৭ শতাংশ নেমে এসেছে, পক্ষান্তরে ঐ একই সময়ে অ-উন্নয়নমূলক ব্যয় বা রাজস্ব ব্যয় ৫.৯ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭.৬

সারণী ৬.৩ ঃ জি.ডি.পি-তে উন্নয়ন ব্যয় ও রাজস্ব ব্যয়ের অংশ ১৯৯৫-৯৯ (শতকরা)

বৎসর	উন্নয়ন ব্যয়/জি.ডি.পি	রাজস্ব ব্যয়/জি.ডি.পি
১৯৯৫-৯৬	৬.০	৫.৯
১৯৯৬-৯৭	৬.১	৬.৯
১৯৯৭-৯৮	৫.৫	৭.২
১৯৯৮-৯৯	৫.৭	৭.৬

উৎস: বি.আই.ডি.এস, ২০০০।

সরকারের উন্নয়ন ব্যয় বিন্যাস

আমরা ৬.৪ নং সারনীতে সাম্প্রতিক কালে সরকার এর উন্নয়নমূলক ব্যয়ের বিন্যাস সংক্রান্ত তথ্যাবলী তুলে ধরেছি। সরকার উন্নয়ন ব্যয়কে বিশ্লেষনের সুবিধার্থে প্রধান চারটি খাতে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে-

ক. সামাজিক পরিসেবা: এর অন্তর্ভূক্ত প্রধান উপখাতগুলো হচ্ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজকল্যান ইত্যাদি।

খ. অর্থনৈতিক পরিসেবা: এর অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে প্রশাসনিক ও প্রত্যক্ষ উৎপাদনমূলক পরিসেবা সমূহ।

গ. অবকাঠামো: রাস্তা-ঘাট, বিদ্যুৎ-গ্যাস, ইত্যাদি খাতের ব্যয়।

ঘ. অন্যান্য।

অবকাঠামো খাতে ব্যয়ের গুরুত্ব ৪৪.৭ শতাংশ থেকে ৩৭.৪ শতাংশে কমিয়ে আনা হয়েছে ১৯৯৫-৯৯ কালপর্বে। অর্থনৈতিক সেবা খাতে ও অন্যান্য খাতেও আপেক্ষিক বরাদ্ধ এই সময় সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬.৪ নং সারণীতে প্রদত্ত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে "সামাজিক পরিসেবা" খাতে আপেক্ষিক বরাদ্দ মোট উন্নয়ন ব্যয়ের ২২ থেকে ২৪ শতাংশের মধ্যে ছিল। এটা অবশ্যই প্রশংসনীয় কারণ এমনকি ৯০ দশকের গুরুর দিকেও এটি ছিল মাত্র ১০ শতাংশ। তবে উদ্বেগজনক হচ্ছে অবকাঠামো খাতে ব্যয়ের গুরুত্ব ৪৪.৭ শতাংশ থেকে ৩৭.৪ শতাংশে কমিয়ে আনা হয়েছে ১৯৯৫-৯৯ কালপর্বে। অর্থনৈতিক সেবা খাতে ও অন্যান্য খাতেও আপেক্ষিক বরাদ্ধ এই সময় সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও সামাজিক পরিসেবা খাতে উন্নয়ন ব্যয় আপেক্ষিক ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুন হয়েছে তার বাস্তব ফলাফল কি সেটাও মূল্যায়ন করে দেখা উচিৎ। এক দিক থেকে এই সময় সাক্ষরতা ও প্রাথমিক শিক্ষার বিপুল বিস্তার লক্ষ্যণীয় কিন্তু অন্য দিকের অবনতি সে সাফল্যকে অনেকাংশ ম্লান করে দিয়েছে।

সারণী ৬.৪ঃ সরকারী উন্নয়ন ব্যয়ের বিন্যাস

খাত/বছর	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯
সামাজিক পরিসেবা	২২.০	২৩.০	২৪.০	২৩.৪
অর্থনৈতিক পরিসেবা	২০.১	২৩.২	২০.৯	২২.৮
অবকাঠামো	৪৪.৭	৪২.৩	৩৭.২	৩৭.৪
অন্যান্য	১৩.২	১১.৬	১৮.০	১৬.৯

উৎস; ই.মে.ড (EMED) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

সরকারের রাজস্ব ব্যয় বিন্যাস

৬.৫ নং সারণী সরকারের রাজস্ব ব্যয়ের কতিপয় নির্বাচিত খাতের জন্য ব্যয়-বিন্যাসে দেখানো হয়েছে। এই নির্বাচিত রাজস্ব ব্যয়ের খাতগুলো হচ্ছে:

ক. সাধারণ সহকারী পরিসেবা (বা আমলাতান্ত্রিক ব্যয়)

খ. প্রতিরক্ষা ব্যয়।

গ. আইন ও পুলিশ ব্যয়।

ঘ. বৈদেশিক ও দেশী ঋণ শোধের জন্য সুদ বাবদ ব্যয়।

এই ব্যয়গুলো ছাড়াও শিক্ষাখাতে ও স্বাস্থ্য খাতেও সরকারের প্রতিবছর রাজস্ব ব্যয় বিদ্যমান। তবে ঐ ব্যয়গুলো কমিয়ে উন্নয়ন ব্যয় বাড়ানো বিশেষজ্ঞরা সঠিক মনে করেন না। তাদের মতে রাজস্ব ব্যয় সাধারণতভাবে অনুন্নয়নমূলক হলেও শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে রাজস্ব ব্যয়ের অপ্রত্যক্ষ উন্নয়নমূলক পর্যালোচনা করা হবে এগুলোকে শুধু রাজস্ব ব্যয় না বলে বলা উচিৎ "প্রত্যক্ষ ভাবে উন্নয়নমূলক নয়" বা "প্রত্যক্ষ ভাবে অ-উন্নয়নমূলক" রাজস্ব ব্যয়।

সারণী ৬.৫ঃ প্রত্যক্ষভাবে অ-উন্নয়নমূলক রাজস্ব ব্যয়ের বিন্যাস (শতাংশ)

মন্ত্রণালয়	প্রকৃত	সংশোধিত	সংশোধিত	সংশোধিত	বাজেট
	১৯৯০-৯১	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-২০০০
সাধারণ সরকারী পরিসেবা	৯.৮৯	১৭.৩৬	১৬.৫৯	১৫.১১	১৯.৯১
সামরিক প্রতিরক্ষা	১৫.৪৮	১৮.৪১	১৮.২৩	১৫.১৫	১৭.২৩
পুলিশ ও আইন শৃঙ্খলা	৮.৭২	৯.২৭	৮.৭৫	৮.৩৪	৮.৮১
সুদ	১৩.৯৮	১৪.০০	১৫.৯৯	১৭.৫৭	১৫.৭৬
বৈদেশিক ঋণ বাবদ	৬.০৯	৫.৩৯	৫.০০	৪.৩২	৪.২১
অভ্যন্তরীন ঋণ বাবদ	৭.৮৯	৮.৬১	১০.৯৯	১৩.২৫	১১.৫৪
মোট	৪৮.০৭	৫৯.০৪	৫৯.৫৬	৫৬.১৭	৬১.৭১
মোট অ-উৎপাদনমূলক ব্যয় (কোটি টাকা)	৭২২৯.৯৩	১২৫৩৪.৯১	১৪৫০০.০০	১৬৭৬৫.০০	১৭৮০০.০০

উৎস: বি.আই.ডি.এস, ২০০০

এই কারণেই মোট রাজস্ব ব্যয়ে এদের অংশ বৃদ্ধি পেলে আমরা উদ্বেগ বোধ করি। ৬.৫ নং সারণীতে প্রদত্ত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে ৯০ দশকের শুরুর দিকে "প্রত্যক্ষ ভাবে অ-উন্নয়নমূলক খাতে ব্যয়" ছিল মোট রাজস্ব ব্যয়ের মাত্র ৪৮.০৭ শতাংশ। কিন্তু ১৯৯৬-৯৯ এই তিন বছরের প্রাপ্ত সংশোধিত পরিমাপের ভিত্তিতে হিসাবকৃত এই অনুপাতটি বেড়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৫৯.০৪ শতাংশ, ৫৯.৫৬ শতাংশ এবং ৫৬.১৭ শতাংশ। আর ১৯৯৯-২০০০ সালের প্রস্তাবিত বাজেটে প্রস্তাবই করা হয়েছিল মোট রাজস্ব ব্যয়ের প্রায় ৬২ শতাংশ যেন এই সব "প্রত্যক্ষ অ-উন্নয়নমূলক খাতের" (Directly Unproductive Sector) জন্য বরাদ্দ করা হয়।

১৯৯৯-২০০০ সালের প্রস্তাবিত বাজেটে প্রস্তাবই করা হয়েছিল মোট রাজস্ব ব্যয়ের প্রায় ৬২ শতাংশ যেন এই সব "প্রত্যক্ষ অ-উন্নয়নমূলক খাতের" (Directly Unproductive Sector) জন্য বরাদ্দ করা হয়।

সারসংক্ষেপ

আমরা দেখেছি ৮০-র দশকের পর থেকে মুক্তবাজার অর্থনীতির পক্ষে দাতারা ও নীতি প্রনেতারা যত শোরগোলই তুলুন না কেন, কার্যতঃ বাংলাদেশে সরকারের আয়তন না কমে বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে জি.ডি.পি-তে সহকারী ব্যয়ের অংশ হচ্ছে প্রায় ১৭ শতাংশ। অবশ্য তুলনামূলক বিচারে এটি খুব বেশি বড় নয়। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব ব্যয়, উন্নয়ন ব্যয়ের চেয়ে বেশি হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। উন্নয়ন ব্যয় বিন্যাসের ক্ষেত্রে যদিও সামাজিক পরিসেবা খাতের আপেক্ষিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু গুরুত্ব কমিয়ে সামাজিক খাতের অংশ বৃদ্ধি করাটা কতটা ঠিক হয়েছে তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। এ ছাড়া সাম্প্রতিককালে রাজস্ব ব্যয়ের মধ্যে "প্রত্যক্ষ ভাবে অ-উন্নয়নমূলক ব্যয়ের" হিস্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন।

১. বাংলাদেশের সরকারের আয়তন ৮০ ও ৯০ দশকে ক্রমশঃ

ক. হ্রাস পেয়েছে; খ. বৃদ্ধি পেয়েছে; গ.একই রকম ছিল।

২. বাংলাদেশের "রাজস্ব ব্যয়" উন্নয়ন ব্যয়ের তুলনায় সম্প্রতি (১৯৯৫-৯৯)

ক. বেশি হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে;

খ. কম হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে;

গ. সমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩. বাংলাদেশের উন্নয়ন ব্যয়ে সামাজিক পরিসেবা খাতের আপেক্ষিক গুরুত্ব ৯০ দশকের শুরুতে যা ছিল বর্তমানে তা-

ক. দ্বিগুণের বেশি;

খ. দ্বিগুণের সমান;

গ. দ্বিগুণের কম।

৪. বাংলাদেশের "উন্নয়ন ব্যয়ে" অবকাঠামো বাবদ ব্যয়ের অংশ ১৯৯৫-৯৯ কালপর্বে-

ক. বৃদ্ধি পেয়েছে;

খ. হ্রাস পেয়েছে;

গ. সমান আছে।

৫. বাংলাদেশের "রাজস্ব ব্যয়ের" বিভিন্ন উপখাতের মধ্যে "প্রত্যক্ষ ভাবে অ-উন্নয়নমূলক" খাতগুলোর সংখ্যা-

ক. ৫ টি;

খ. ৪ টি;

গ. ৩ টি;

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. বাংলাদেশ সরকারে আয়তন কি বাড়ছে?

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. সরকারী ব্যয় বিন্যাসের ক্রম বিবর্তনটি তথ্য সহ তুলে ধরুন।

২. সরকারী ব্যয় কত প্রকার এবং সরকারী ব্যয় বিন্যাস এর একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র ১৯৮০ সাল থেকে শুরু করে ২০০০ সাল পর্যন্ত নির্মাণ করুন। [গ্রন্থাগারে সরকারী বাজেট দলিলের সাহায্যে নিন]

পাঠ-৬.৩ ঃ সরকারী আয়ঃ গতি প্রবণতা

এই পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন-

- ১৯৮০ সালের পর থেকে সরকারী আয় প্রচেষ্টা বেড়েছে না কমেছে।
- সরকারের রাজস্ব আয়ে করের অনুপাত সাধারণভাবে কত এবং এটি কালক্রমে বেড়েছে না কমেছে।
- "কর" যে সব বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত হয় তাদের আপেক্ষিক অবদানের কালানুক্রমিক ওঠা নামার চিত্র।
- ১৯৯১ সালের পর প্রচলিত "মূল্য সংযোজনী করের" গতিপ্রবনতা বিষয়ক তথ্য।

সরকারের রাজস্ব প্রচেষ্টা

সরকারের রাজস্ব প্রচেষ্টা দু-ভাবে মাপা সম্ভব। মোট জি.ডি.পি-র কত অংশ কর হিসাবে সরকারের কোষাগারে জমা হচ্ছে সেটার মাধ্যমে "রাজস্ব প্রচেষ্টার" সংক্ষিপ্ত ও অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ পরিমাপ সম্ভব। আবার কর ছাড়াও সরকারের কর বহির্ভুত যে অন্যান্য আয় আছে তা সমগ্রভাবে যোগ করে যে "রাজস্ব আয়" পাওয়া যায় তাকে জি.ডি.পি-র শতাংশ হিসাবে প্রকাশ করে তার মাধ্যমে ব্যাপকার্থে সরকারের রাজস্ব প্রচেষ্টা (Revenue Effort) মাপা যায়। ৬.৬ নং সারণীতে এই উভয় প্রকার রাজস্ব প্রচেষ্টা পরিমাপের কালানুক্রমিক প্রবণতা তুলে ধরা হয়েছে।

সারণী ৬.৬ঃ রাজস্ব প্রচেষ্টা (Revenu effort): (১৯৮০-৯৭ বর্তমানে বাজার মূল্যে জি.ডি.পি-র অংশ হিসাবে)

বছর	মোট রাজস্ব	কর	কর বহির্ভূত
১৯৮০/৮১-৮৪/৮৫	৮.৮৯	৭.৬৯	১.২০
১৯৮৫/৮৬-৮৯/৯০	৮.৭১	৭.২৪	১.৪৬
১৯৯০/৯১-৯৪/৯৫	১১.৪	৯.২	২.২
১৯৯০-৯১	৯.৮	৮.১	১.৭
১৯৯১-৯২	১০.৭	৮.৬	২.১
১৯৯২-৯৩	১১.৯	৯.৭	২.২
১৯৯৩-৯৪	১২.০	৯.৪	২.৬
১৯৯৪-৯৫	১২.৭	১০.৪	২.৪
১৯৯৫-৯৬	১২.০	৯.৪	২.৬
১৯৯৬-৯৭	১১.৯	৯.৬	২.২

উৎসঃ সি.পি.ডি (১৯৯৭), পৃঃ-৯৭

৬.৬ নং সারণীতে প্রদত্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে ১৯৮১-৮৫ সালে গড়ে সরকারের রাজস্ব প্রচেষ্টা এবং কর প্রচেষ্টার মাত্রা ছিল যথাক্রমে ৮.৮৯ শতাংশ এবং ৭.৬৯ শতাংশ। পক্ষান্তরে ১৯৯৪-৯৫ সালে তা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ১২.৭ শতাংশ এবং ১০.৪ শতাংশ। কিন্তু এর পর থেকে উভয় পরিমাপই নিম্নগামী হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ "রাজস্ব প্রচেষ্টা" ১২.৭ থেকে ১১.৯ শতাংশে এবং কর প্রচেষ্টা ১০.৪ শতাংশ থকে হ্রাস পেয়ে ৯.৬ শতাংশে পরিনত হয়েছে। সাধারণভাবে তাই বলা চলে যে ৮০-র দশকের তুলনায় ৯০ দশকের প্রথমার্ধে সরকারের আয় প্রচেষ্টার তুলনামূলকভাবে অধিকতর অগ্রগতি অর্জিত হয়েছিল। বস্তুত: এই উচ্চতর অগ্রগতির পেছনে কাজ

৮০-র দশকের তুলনায় ৯০ দশকের প্রথমার্ধে সরকারের আয় প্রচেষ্টার তুলনামূলকভাবে অধিকতর অগ্রগতি অর্জিত হয়েছিল। বস্তুত: এই উচ্চতর অগ্রগতির পেছনে কাজ করেছিল এই সময়ে নতুন কর হিসাবে "মূল্য সংযোজনী কর" বা "ভ্যাট" এর আগমন। কিন্তু ৯৫ পরবর্তিতে এই

করেছিল এই সময়ে নতুন কর হিসাবে "মূল্য সংযোজনী কর" বা "ভ্যাট" এর আগমন। কিন্তু ৯৫ পরবর্তিতে এই ভরাবেগ আর রক্ষা করা যায় নি। বরং কর প্রচেষ্টায় নিম্নগামী প্রবণতা লক্ষণীয় হয়।

রাজস্ব আয়ের বিন্যাস

৬.৭ নং সারণীর সরকারের মোট রাজস্ব আয়ে করের অংশ এবং কর বর্হিভূত আয়ের অংশের কালাণুক্রমিক প্রবণতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তালিকায় প্রদত্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে বাংলাদেশ সরকারের মোট রাজস্ব আয়ের সিংহভাগই সর্বদাই আসে বিভিন্ন রকম "কর আদায়" থেকে। ১৯৯০-৯১ সালে মোট রাজস্বে "কারের" এর অংশ ছিল ৮২ শতাংশ। সমগ্র ৯০ দশকে তা কখনোই ৭৮ শতাংশের নিচে নামে নি। সাধারণভাবে তাই বলা যায় যে ৯০ দশকে সরকারের রাজস্ব আয়ের বিন্যাস ছিল পাঁচ ভাগের চার ভাগ কর এবং পাঁচ ভাগের এক ভাগ কর বহির্ভূত আয়।

১৯৯০-৯১ সালে মোট রাজস্বে "কারের" এর অংশ ছিল ৮২ শতাংশ। সমগ্র ৯০ দশকে তা কখনোই ৭৮ শতাংশের নিচে নামে নি।

সারণী ৬.৭ঃ মোট রাজস্ব আয়ে করের অনুপাত (শতাংশ)

বছর	মোট রাজস্ব আয়	কর আয়	কর বহির্ভূত আয়
১৯৯০-৯১	১০০	৮২	১৮
১৯৯১-৯২	১০০	৮০	২৩
১৯৯২-৯৩	১০০	৮১	১৯
১৯৯৩-৯৪	১০০	৭৮	২২
১৯৯৪-৯৫	১০০	৮২	১৮
১৯৯৫-৯৬	১০০	৮০	২০
১৯৯৬-৯৭	১০০	৮২	১৮
১৯৯৭-৯৮	১০০	৮০	২০
১৯৯৮-৯৯	১০০	৮০	২০

উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয়, বি.বি.এস।

অবশ্য অর্থনীতিবিদরা আরেকটু ব্যাষ্টি পর্যায়ে বিশ্লেষনে আগ্রহী। বিশেষত "কর আদায়ে" কতখানি ধনীদের কাছ থেকে আদায় হচ্ছে কতখানি গরীবদের কাছ থেকে আদায় হচ্ছে কতখানি প্রত্যক্ষ কর, কতখানি অপ্রত্যক্ষ কর, এসব বিষয়ে জানতে পারলে করের চারিত্রিক বা গুণগত মূল্যায়ন সম্ভব হয়। তাই এখন আমরা সরকারের রাজস্ব আয়ের প্রধানতম অংশ "কর আয়ের বিন্যাসের" দিকে মনোযোগ দিব।

সরকার বিভিন্ন রকম কর আদায় করে থাকেন। বিশ্লেষনের সুবিধার্থে আমরা এই বিভিন্ন প্রকার করাকে প্রধান দুই ভাগে ভাগ করবো। এই ভাগগুলো হচ্ছে-

ক. প্রত্যক্ষ করঃ যা প্রধানত: আয় কর, সম্পদ কর ইত্যাদি সমন্বয়ে গঠিত এবং সাধারনভাবে এগুলো ধনীদের উপর চাপানো হয় এবং ধনীরাই এইসব করের বোঝা বহন করে থাকেন।

খ. অপ্রত্যক্ষ করঃ অপ্রত্যক্ষ কর যার উপরেই চাপানো হোক না কেন পরবর্তিতে তার বোঝা অন্যের কাধে স্থানান্তরিত করে দেয়া যায়। সাধারনভাবে অপ্রত্যক্ষ কর আমাদের দেশে চার রকমের। যেমন আমদানি রপ্তানি ব্যবসার উপর বা আন্তর্জাতিক লেন-দেনের উপর কর। এটা যাদের উপর বসানো হয় তারা ধনী হলেও তারা নিজেদের পকেট থেকে তা প্রদান করেন না। অভ্যন্তরীন উৎপাদনের উপর কর, এটিও উৎপাদক নিজে বহন করেন না। "ভ্যাট" বা মূল্য সংযোজনী কর এটিও ক্রেতারাই বহন করেন এবং "সম্পূরক কর" যা পণ্যের মূল্য বাড়ানোর মাধ্যমে বিক্রেতারা ক্রেতাদের পকেট থেকে আদায় করে নেন। সুতরাং আন্তর্জাতিক লেন-দেনের উপর কর, অভ্যন্তরীন পণ্যের উপর কর, ভ্যাট এবং সম্পূরক শুল্ক এই চার প্রকার করকে একত্রে

অপ্রত্যক্ষ কর নাম দেয়া যায়। ৬.৩.৩ নং তালিকায় প্রত্যক্ষ কর ও উল্লিখিত চার প্রকার অপ্রত্যক্ষ করের আনুপাতিক অংশের চেহারা তুলে ধরা হোল। ৬.৮ নং সারণীতে এই "কর বিন্যাসের" চিত্র কালানুক্রমিক ভাবে ১৯৯০-২০০০ সাল পর্যন্ত তুলে ধরা হয়েছে। এই চার প্রকার অপ্রত্যক্ষ কর পরস্পর ব্যতিরেকে নয়। সে জন্য পুরো সারণীর রাশিগুলোর যোগফল সামগ্রিকভাবে ১০০-র সমান নাও হতে পারে। সারণীতে প্রদত্ত তথ্যাবলীর ভিত্তিতে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তবলীতে পৌঁছানো সম্ভব:

১. আমাদের দেশে প্রত্যক্ষ করের অনুপাত খুবই নগন্য। ১৯৯০ সালে ছিল মাত্র ২২.৩ শতাংশ। ১৯৯০/৯১-১৯৯৪/৯৫ কালপর্বে গড়ে এই অনুপাত ২২ শতাংশই থেকে গিয়েছিল। ১৯৯৫ এর পর এ ক্ষেত্রে নিম্নগামী প্রবনতা লক্ষ্যনীয় ভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। বিশেষত: ১৯৯৮-৯৯ সালে সংশোধিত পরিমাপ অনুযায়ী এই পরিমান দাঁড়িয়েছে মাত্র ২০.৩ শতাংশ।

২. আমাদের "অপ্রত্যক্ষ কর" স্বাভাবিক ভাবেই মোট কর আয়ের ৮০ শতাংশের আশে পাশে ঘুর পাক খাচ্ছে। তবে লক্ষ্যনীয় যে এই ৮০ শতাংশের মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশই ১৯৯০-৯১ সালে আসতো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর আরোপিত কর থেকে। প্রায় ১০ বছর পর ২০০০ সালেও আমরা দেখতে পাই আমাদের অপ্রত্যক্ষ কর যদিও ৮০ শতাংশই রয়ে গেছে কিন্তু তাতে প্রধান অবদান তখনও রাখছে আন্তর্জাতিক বানিজ্যের উপর আরোপিত কর (৫৮ শতাংশ প্রায়)। সাধারনভাবে বলা যায় আমাদের কর আদায় প্রধানত অপ্রত্যক্ষ কর আদায়ের উপর নির্ভরশীল এবং অপ্রত্যক্ষ করের বেশির ভাগই আবার আসছে আন্তর্জাতিক বানিজ্যের উপর আরোপিত বিভিন্ন প্রকার কর থেকে।

৩. করের বিন্যাস বদল করার জন্য আমাদের দেশে ১৯৯১-৯২ সালে "মূল্য সংযোজনী কর" বা ভ্যাট চালু করা হয়। এই "ভ্যাট" অবশ্য দেশী বিদেশী উভয় প্রকার পণ্যের উপরই আরোপিত হয়েছিল। ১৯৯১-৯২ সালে ভ্যাট বাবদ আদায় হয়েছিল মোট করের মাত্র ১৩ শতাংশ। কিন্তু ১৯৯৪-৯৫ সালে ভ্যাট বাবদ আদায় বেড়ে দাঁড়ায় মোট করের প্রায় ৩০ শতাংশ। পরবর্তিতে তা এই ৩০ শতাংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে।

৪. সবচেয়ে নাটকীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় সম্পূরক করের অবদানের ক্ষেত্রে। এটি ১৯৯১-৯২ সালে ছিল মোট করের মাত্র ২ শতাংশের কাছাকাছি। ২০০০ সাল নাগাদ এটি বেড়ে হয়েছে প্রায় ১৮ শতাংশ।

সারণী ৬.৮ ঃ কর বিন্যাস : ১৯৯০-২০০০

বছর	প্রত্যক্ষ কর	আন্তর্জাতিক বাণিজ্য	অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য/উৎস	ভ্যাট	সম্পূরক কর
১৯৯০-৯১	২২.৩	৪৯.৪	২৬.১	০.০০	-------
১৯৯৪-৯৫	১৯.৪	৩৬.৪	৪১.১	২৯.৩	১৪.৫
১৯৯০/৯১-৯৪/৯৫ (গড়)	২২	৪৪.৮	৩০.১	---	---
১৯৯৫-৯৬	১৯.৩	৫৩.০	২৬.৮	৩১.৬	১৩.৩
১৯৯৬-৯৭*	১৮.৩	৫৪.১	২৬.২	৩১.৫	১৫.৪
১৯৯৭-৯৮*	১৯.৩	৫৩.৫	২৬.৪	৩১.৩	১৬.০
১৯৯৮-৯৯*	২০.৩	---	---	৩০.৩	১৬.০
১৯৯৯-২০০০*	১৭.৪	৫০.৬	২৪.৯	৩১.৬	১৬.৬

* সংশোধিত পরিমাপ

উৎস: বি.আই.ডি.এস, ২০০০।

সামগ্রিকভাবে কর বিন্যাসের চিত্র থেকে যে কথাটি বেড়িয়ে আসে তা হচ্ছে এই যে, আমাদের কর আদায় এখন পর্যন্ত প্রধানত: অপ্রত্যক্ষ করের উপর তথা সাধারণ জনগণের প্রদত্ত করের উপর

নির্ভরশীল। আমাদের অপ্রত্যক্ষ করের কাঠামোতে এখনও আন্তর্জাতিক পণ্যের উপর আরোপিত কর-এর প্রধান্য বিরাজমান। ভ্যাট ব্যবস্থার মাধ্যমে কর আদায়ে যে আপেক্ষিক অগ্রগতি প্রাথমিক ভাবে অর্জিত হয়েছিল তা ১৯৪-৯৫-এর পর স্থবির হয়ে পড়েছে। বর্তমানে সম্পূরক করের ক্ষেত্রেই ধারাবাহিক নাটকীয় অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

সারসংক্ষেপ

আমাদের সরকারের রাজস্ব আয় প্রচেষ্টা কি ব্যাপকার্থে কি সংকীর্ণ অর্থে, উভয় অর্থেই ১৯৯৫ পরবর্তীকালে হ্রাস পেয়েছে। আমাদের দেশের রাজস্ব আয়ের ৮০ শতাংশ বরাবরই আসে অপ্রত্যক্ষ কর আদায় থেকে। অপ্রত্যক্ষ করের আবার শতকরা ষাট-পয়ষট্টি ভাগই আসে "বৈদেশিক পণ্যের" উপর আরোপিত কর থেকে। কর সংস্কার কর্মসূচির অংশ হিসাবে "ভ্যাট পেলেও ১৯৯৫ পরবর্তীতে এর অগ্রগতির হার স্লথ হয়ে যায়। তবে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে নাটকীয় ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে সম্পূরক করের পরিমান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন।

১. বাংলাদেশের সরকারের আয় প্রচেষ্টা ১৯৯৫ এর পর ক্রামগত-
   ক. বৃদ্ধি পেয়েছে; খ. কমেছে; গ.একই রকম আছে।

২. বাংলাদেশের "রাজস্ব আয়ের সিংহভাগই আসে-
   ক. বর আদায় থেকে;
   খ. বর বহির্ভূত আদায় থেকে;
   গ. স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের মুনাফা থেকে।

৩. বাংলাদেশের মোট কর আদায়ে অপ্রত্যক্ষ করের অংশ-
   ক. প্রায় ২৫ শতাংশ;
   খ. প্রায় ৮০ শতাংশ;
   গ. প্রায় ৫০ শতাংশ।

৪. বাংলাদেশের অপ্রত্যক্ষ করের সিংহভাগ আসে-
   ক. দেশী পণ্যের উপর আরোপিত কর থেকে;
   খ. বিদেশী পণ্যের উপর আরোপিত কর থেকে;
   গ. বিদেশী বিনিয়োগ এর উপর কর থেকে।

৫. বাংলাদেশের মোট কর আদায়ে ভ্যাটের অংশ ১৯৯৫ এর পর থেকে -
   ক. ৫০ শতাংশের অংশে পাশে ওঠা নামা করেছে;
   খ. ৩০ শতাংশের আশে পাশে ওঠা-নামা করেছে;
   গ. ২০ শতাংশের আশে পাশে ওঠা নামা করেছে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. বাংলাদেশের কর ব্যবস্থার বোঝা বেশিরভাগটা কারা বহন করছে? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দিন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. সরকারী বাজেট দলিল দেখে সরকারের "আয়-প্রচেষ্টার" যতদুর সম্ভব দীর্ঘ একটি কালানুক্রমিক তালিকা প্রনয়ন করুন। বিভিন্ন রাজনৈতিক শাসনামলে "কর প্রচেষ্টার" গতি-প্রবণতা কিরুপ দেখান।

২. সরকারী বাজেট দলিল দেখে সরকারের "আয়-প্রচেষ্টার" যতদুর সম্ভব দীর্ঘ একটি কালানুক্রমিক তালিকা প্রনয়ন করুন। বিভিন্ন রাজনৈতিক শাসনামলে "কর প্রচেষ্টার" গতি-প্রবনতা কি রূপ ছিল? একই ধরনের আরেকটি অনুশীলনী সম্পন্ন করুন। এবার সূচক হিসাবে গ্রহণ করুন "মোট করের মধ্যে প্রত্যক্ষ করের অংশ"।

পাঠ-৬.৪ ঃ সরকারের বাজেটঃ উদ্বেগজনক প্রবণতাসমূহ

এই পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন-

- একবিংশ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত ঘোষিত বাজেটগুলোতে কি ধরনের নেতিকবাচক প্রবনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে;
- এসব নেতিবাচক প্রবনতাগুলোর মাত্রা ও প্রবনতা।

বাজেটে ঘাটতি ও ঘাটিত পূরণের পন্থা

বাংলাদেশে সরকারী আয় দ্বারা মোট সরকারী ব্যয়ের সংস্থান কখনোই সম্ভব হয় নি। মোট সরকারী ব্যয়ের তুলনায় মোট সরকারী আয়ের কমতিকেই "বাজেটে ঘাটতি বলে অভিহিত করা হয়"। এই "বাজেট ঘাটতি" পূর্বে আমরা আলোচনায় দেখিয়েছি যে মূলত: দুটি উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে পুরন করা হয়। একটি উৎস হচ্ছে নীট বৈদেশিক উৎস হচ্ছে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকার কর্তৃক ঋণ সংগ্রহ। কদাচিৎ কখনো সরকার মুদ্রা ছাপিযেও ব্যয় সংকুলানের উদ্যোগ নিতে পারে।

যদি ঘাটতির হার ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং ঘাটতি পূরনের জন্য ক্রমবর্ধমান হারে আমরা বিদেশী সাহায্য বা ব্যাংক ঋণের উপর সরকারকে নির্ভরশীল হয়ে পড়তে দেখি তাহলে তা আমাদের অর্থনীতির জন্য একটি উদ্বেগজনক প্রবনতা হিসাবে চিহ্নিত হবে।

বাংলাদেশে বাজেটে ঘাটতির গতিপ্রবনতা তুলনার জন্য আমরা বাজেট ঘাটতিকে তদানীন্তন জি.ডি.পি'র শতাংশ হিসাবে প্রকাশ করতে পারি। এবং তার কতটুকু অংশ বিদেশী সাহায্য দ্বারা এবং কতটুকু অংশ ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে পূরণ করা হয়েছে। সে তথ্যও পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে। যদি ঘাটতির হার ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং ঘাটতি পূরনের জন্য ক্রমবর্ধমান হারে আমরা বিদেশী সাহায্য বা ব্যাংক ঋণের উপর সরকারকে নির্ভরশীল হয়ে পড়তে দেখি তাহলে তা আমাদের অর্থনীতির জন্য একটি উদ্বেগজনক প্রবনতা হিসাবে চিহ্নিত হবে। এই সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী ৬.৯ নং সারণীতে তুলে ধরা হলো।

তালিকায় প্রদত্ত তথ্য থেকে নিম্নোক্ত দুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়:

ক. প্রথমত: ১৯৮৯/৯০ থেকে ১৯৯৬/৯৭ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য থেকে একথা সুস্পষ্ট ভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, আমাদের বাজেট ঘাটতির হার প্রথম দিকে ১৯৯৩-৯৪ পর্যন্ত সাধারণভাবে ছিল নিম্নাগামী কিন্তু এর পর থেকে তা ৬ শতাংশের (জি.ডি.পি-র) মাত্রায় এসে মোটামুটি স্থবির হয়ে আছে।

খ. কিন্তু উদ্বেগজনক প্রবনতা হচ্ছে এই যে বাজেট ঘাটতি পূরণের জন্য বিদেশী সাহায্যের ভূমিকা ক্রমাগত কমে সে জায়গায় ক্রমাগত আবির্ভূত হচ্ছে সরকার কর্তৃক গৃহীত ঋণ। ১৯৮৯-৯০ সালে মোট ঘাটতির (অর্থাৎ জি.ডি.পি-র ৭.৯ শতাংশের) প্রায় ৮৪ শতাংশেই পূরন হয়েছে বিদেশী সাহায্যে দ্বারা। বাকি ১৬ শতাংশের জন্য সরকারের নির্ভর করাতে হয়েছিল ব্যাংক ঋণের উপর। পক্ষান্তরে ১৯৯৬-৯৭ সালে মোট ৬ শতাংশ ঘাটতির ৫৮ শতাংশ (অর্থাৎ জি.ডি.পি-র ৩.৫ শতাংশ) পূরণ হয়েছে বিদেশী সাহায্য দ্বারা এবং ব্যাংক ঋণ দ্বারা পূরণ হয়েছে ৪২ শতাংশ।

বাজেটে ঘাটতি পূরনের জন্য বিদেশী সাহায্যের ভূমিকা ক্রমাগত কমে সে জায়গায় ক্রমাগত আবির্ভূত হচ্ছে সরকার কর্তৃক গৃহীত ঋণ।

সারণী ৬.৯ ঃ বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়নের উৎসমূহ

বছর	সামগ্রিক বাজেট ঘাটতি	নীট বৈদেশিক অর্থায়ন [১]	নীট বৈদেশিক অর্থায়ন [২]

	(জি.ডি.পি-র শতাংশ)	(জি.ডি.পি-র শতাংশ)	(জি.ডি.পি-র অংশ)
১৯৮৯-৯০	৭.৯	৬.৬	১.৩
১৯৯০-৯১	৭.২	৬.২	১.০
১৯৯১-৯২	৫.৯	৪.৯	১.০
১৯৯২-৯৩	৫.৯	৫.৬	০.৩
১৯৯৩-৯৪	৬.০	৪.৯	১.১
১৯৯৪-৯৫	৬.৮	৪.৯	১.৯
১৯৯৫-৯৬	৫.৮	৩.৩	২.৫
১৯৯৬-৯৭[৩]	৬.০	৩.৫	২.৫

উৎস: সি.পি.ডি (১৯৯৭)

টীকা ঃ ১. ঋণ পরিশোধ সাপেক্ষে নীট বিদেশী সাহায্য।
২. ব্যাংক ও ব্যাংক বহির্ভূত উৎস থেকে গৃহীত ঋণসমূহ।
৩. সংশোধিত হিসাব।

শেষোক্ত প্রবনতাটি অনেকের কাছে মতে হতে পারে যে শুভ পরিবর্তন যেহেতু বাজেট ঘাটতির জন্য বিদেশের মুখাপেক্ষি থাকার প্রয়োজন হ্রাস পাচ্ছে। কিন্তু অন্য দিক থেকে এটা বিপদজনক বটে যেহেতু সরকার কর্তৃক গৃহীত এই ব্যাংক ঋণ অর্থনীতিতে ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি ও অস্থিতিশীলতা (Destabilization) সৃষ্টি করতে পারে। তবে এখন পর্যন্ত সে ধরনের বিপদের কোন আশু লক্ষন অর্থনীতিতে দেখা যাচ্ছে না। অবশ্য দাতা গোষ্ঠী ও বিরোধীদল ইতোমধ্যেই এই ব্যাপারটি নিয়ে সতর্কবানী উচ্চারন করতে শুরু করেছেন।

পরিকল্পনা বনাম বাস্তবতা

আমরা সরকার প্রস্তাবিত বাজেটে যে রাজস্ব আয় আহরনের পরিকল্পিত পরিমান দেখেছি, সংশোধিত পরিমাপে তা দেখা যাচ্ছে তুলনামূলক ভাবে অনেক কম।

সরকারী বাজেটের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক আরেকটি উদ্বেগজনক প্রবনতা হচ্ছে প্রতি বছরই পরিকল্পিত আয় ব্যয় থেকে প্রকৃত আয়-ব্যয়ের ফারাক বা ব্যবধান। দেখা যাচ্ছে এই ব্যবধানের চরিত্র সাধারনভাবে নেতিবাচকও বটে। অর্থাৎ আমরা সরকার প্রস্তাবিত বাজেটে যে রাজস্ব আয় আহরনের পরিকল্পিত পরিমান দেখেছি, সংশোধিত পরিমাপে তা দেখা যাচ্ছে তুলনামূলক ভাবে অনেক কম। অথচ "রাজস্ব ব্যয়ের" ক্ষেত্রে ঘটনাটি উল্টে যাচ্ছে। সরকার যে মাত্রায় "অনুন্নয়নমূলক ব্যয়কে" সীমাবদ্ধ রাখার প্রস্তাব করেছিলেন, সংশোধিত মাত্রার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সেটি সে সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে। এসব বক্তব্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান ও তথ্য ৬.১০ সারণীতে তুলে ধরা হলো।

সারণীতে প্রদত্ত তথ্য থেকে দেখা যায় অর্থবছর ৯৬ থেকে অর্থবছর ৯৯ এই চার বছরের মধ্যে তিন বছরই অর্জিত রাজস্ব ব্যয় পরিকল্পিত ব্যয়ের তুলনায় প্রায় ৪ থেকে ৭ শতাংশ বেশি ছিল। পক্ষান্তরে একই কালপর্বের অর্থাৎ উপরোক্ত চার বছরের মধ্যে তিন বছরই উন্নয়ন ব্যয় প্রস্তাবিত ব্যয়ের তুলনায় ৫ থেকে ১৪ শতাংশ কম ছিল। একই ভাবে দেখা যাচ্ছে মোট ব্যয় ও মোট আয়ও পরিকল্পনা অনুযায়ী হচ্ছে না। বিশেষত: অর্থবছর ৯৮ সালে পরিকল্পিত মোট আয়ের তুলনায় মোট অর্জিত আয় ছিল ৪.৩ শতাংশ কম, কিন্তু মোট পরিকল্পিত ব্যয়ের তুলনায় মোট অর্জিত ব্যয় ছিল ২.৪ শতাংশ কম। অর্থবছর ৯৯-এ ঘটনাটি আরো উদ্বেগজনক হয়েছে। এই বছর পরিকল্পিত মোট আয়ের তুলনায় অর্জিত আয় ছিল ৫.২ শতাংশ কম। পক্ষান্তরে পরিকল্পিত মোট ব্যয়ের অর্জিত ব্যয় ছিল ৪.২ শতাংশ বেশি।

সারণী ৬.১০ ঃ বাজেট : প্রস্তাবিত পরিমাপ ও অর্জিত প্রকৃত/সংশোধিত পরিমাপের পার্থক্য
প্রস্তাবিত অংকের তুলনায় অর্জিত অংকের শতকরা ব্যবধান

অর্থবছর ৯৮ সালে পরিকল্পিত মোট আয়ের তুলনায় মোট অর্জিত আয় ছিল ৪. শতাংশ কম, কিন্তু মোট পরিকল্পিত ব্যয়ের তুলনায় মোট অর্জিত ব্যয় ছিল ২. শতাংশ কম।

বছর (অর্থবছর)	রাজস্ব ব্যয়	উন্নয়ন ব্যয়	মোট ব্যয়	মোট আয়
৯৬	+৬.৭২	-১৩.৭	-৩.৯	+০.৪
৯৭	+৩.৫৬	-৬.৪	-১.৫	+০.২
৯৮	-০.৩১	-৪.৭	-২.৪	-৪.৩
৯৯	+৫.২০	+২.০	+৪.২	-৫.২
২০০১[১]	০.০০	৬.৫	৩.০	-৪.০

উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয়ের হিসাবের ভিত্তিতে ওমর হায়দার চৌধুরী কর্তৃক প্রনীত, বি,আই,ডি,এস ২০০০ সাল।

টীকা: ১) এটি পরিমিত প্রক্ষেপন।

উন্নয়ন ব্যয়ের আপেক্ষিক গুরুত্ব হ্রাসের প্রবনতা

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠে যে সরকার যখনই আয় সংকট বা অভাবের সম্মুখিন হন-তখনই সহজতম পথ হিসাবে "উন্নয়ন বাজেট" কে কর্তন করা হয়। এমনকি আয়-সংকট সত্ত্বেও কখনো কখনো চলতি অ-উন্নয়নমূলক খরচ কে পরিকল্পনার চেয়েও বাড়ানোর প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত: এর অর্থ হচ্ছে ভবিষ্যতকে জলাঞ্জলী দিয়ে বর্তমান চলতি প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার প্রদান। এই উদ্বেগজনক প্রবনতার ফলে আমাদের জি.ডি.পি-তে ক্রমাগত সরকারী উন্নয়ন ব্যয়র অংশ হ্রাস পাচ্ছে এবং বিপরীত ক্রমে অ-উন্নয়নমূলক চলতি ব্যয় ও জি.ডি.পি-র অনুপাত ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সারণী ৬.১১ ঃ জি.ডি.পি-তে উন্নয়ন ব্যয় ও রাজস্ব ব্যয়ের অনুপাত

বছর	উন্নয়ন ব্যয়/জি.ডি.পি	রাজস্ব ব্যয়/জি.ডি.পি
১৯৯৫-৯৬	৬.০	৫.৯
১৯৯৬-৯৭	৬.১	৬.৯
১৯৯৭-৯৮	৫.৫	৭.২
১৯৯৮-৯৯	৫.৭	৭.৬

উৎস: ওমর হায়দার চৌধুরী, ২০০০

১৯৯৫-৯৬ সালে জি.ডি.পি-তে উন্নয়ন ব্যয়ের অংশ ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে ৫.৭ শতাংশে পরিনত হয়েছে এবং জি.ডি.পি-তে রাজস্ব ব্যয়ের অংশ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে ৭.৬ শতাংশ পরিনত হয়েছে।

৬.১১ নং সারণীর তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে ১৯৯৫-৯৬ সালে জি.ডি.পি-তে উন্নয়ন ব্যয়ের অংশ ছিল মাত্র ৬ শতাংশ। সেই বছর রাজস্ব ব্যয়ের অংশ ও ছিল প্রায় ৬ শতাংশ। কিন্তু ১৯৯৮-৯৯ সালে এসে দেখা যাচ্ছে যে জি.ডি.পি-তে উন্নয়ন ব্যয়ের অংশ ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে ৫.৭ শতাংশে পরিনত হয়েছে এবং জি.ডি.পি-তে রাজস্ব ব্যয়ের অংশ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে ৭.৬ শতাংশ পরিনত হয়েছে। অবশ্য এ একথাও সত্য যে সরকারের উন্নয়ন ব্যয়ের আপেক্ষিক ঘাটতি এ সময়ে বেরকারী বিনিয়োগের মাধ্যমে অনেকাংশে পূরণ হওয়ার কারণে প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে এর তেমন কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়নি।

সারসংক্ষেপ

এই পাঠে আমরা সরকারের ৯৫ পরবর্তী বাজেটগুলোতে যে তিনটি উদ্বেগজনক প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে তার সংক্ষিপ্ত তথ্যভিত্তিক বিবরণ তুলে ধরেছি। উল্লেখিত উদ্বেগজনক প্রবণতাগুলো হচ্ছে: অর্থায়নের জন্য ক্রমবর্ধমান হারে অভ্যন্তরীণ ঋণের উপর নির্ভরশীলতা, পরিকল্পিত পরিমাপের সঙ্গে বাস্তবে অর্জিত পরিমাপের নেতিবাচক পার্থক্য এবং উন্নয়ন ব্যয়ের আপেক্ষিক গুরুত্ব হ্রাস।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন।

১. সরকারের বাজেট ঘাটতি প্রধানত: যে দুটি উৎস থেকে পূরণ করা হয় তা হচ্ছে-
ক. বৈদেশিক সাহায্য ও মুদ্রা ছাপানো;
খ. ব্যাংক থেকে ঋণ ও মুদ্রা ছাপানো;
গ. বৈদেশিক সাহায্য ও অভ্যন্তরীন ঋণ।

২. সাম্প্রতিক কালে বাজেট ঘাটতি পূরণের জন্য সরকার-
ক. ক্রমবর্ধমান হারে বিদেশের মুখাপেক্ষি হচ্ছেন;
খ. ক্রমবর্ধমান হারে "মুদ্রা ছাপানোর " নীতি গ্রহণ করেছেন;
গ. ক্রমবর্ধমান হারে অভ্যন্তরীন উৎস থেকে ঋণ সংগ্রহ করেছেন।

৩. ১৯৯৫ পরবর্তীকালে দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ বছরই সরকারের পরিকল্পিত রাজস্ব ব্যয়ের তুলনায় অর্জিত রাজস্ব ব্যয় ছিল-
ক. কম; খ. বেশি; গ. সমান।

৪. ১৯৯৫ পরবর্তীকালে অধিকাংশ বছরেই দেখা যায় যে সরকারের পরিকল্পিত উন্নয়ন ব্যয়ের তুলনায় অর্জিত উন্নয়ন ব্যয় ছিল-
ক. কম; খ.বেশি; গ. সমান।

৫. ১৯৯৫ পরবর্তীত জি.ডি.পি-তে সরকারী উন্নয়ন ব্যয়ের অনুপাত ক্রমাগত-
ক. বেড়েছে; খ. কমেছে; গ. স্থির রয়েছে;

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. ব্যাংক থেকে ধারা নিয়ে বাজেট ঘাটতি পূরণ কি সমর্থনযোগ্য?
২. কেন প্রতি বছর বাজেটে প্রস্তাবিত অংকটি সংশোধন করতে হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. সাম্প্রতিক কালের বাজেটগুলো পর্যালোচনা করলে কোন কোন প্রবনতাকে বিশেষভাবে অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে উদ্বেগজনক বলা চলে? এর বিরুদ্ধে পাল্টা সম্ভাব্য যুক্তিগুলো কি হতে পারে?